জয়পুর রাজকুমারের পুনর্জ্জীবন

এইরূপে জয়পুর মানসিংহ রায়।
তাঁহার হইল সূত সূতিকা আলয়।।
এরূপে দাসীকে ধাতা দিল দরশন।
বালকের জানিলেন আয়ু বিবরণ।।
পরমায়ু ছিল বর্ষ একোনবিংশতি।
মাঝে মাঝে কাঁদে দাসী করিয়া কাকুতি।।
অষ্টাদশ বর্ষ আয়ু হইল যখন।
পাঠশালা হ'তে গৃহে আসিল নন্দন।।
বালকে করিয়া কোলে দাসী যবে কাঁদে।
রাজপুত্র সুধায়েছে ধরি তার পদে।।
দাসী বলে 'মম মনে অনেক সন্তাপ।
তোমার কল্যাণ হেতু কাঁদি ওরে বাপ।।
বলিতে না পারে দাসী মুখে না জুয়ায়।
রাজপুত্র কাতরে দাসীরে ধরে পায়।।
'আমার শপথ লাগে করি প্রণিপাত।
সত্য করি কহ মম শিরে দিয়ে হাত'।।
ধাত্রী বলে কি বলিব শুন বাছা ধন।
উনিশ বৎসরে হবে তোমার মরণ।।
আঠার বৎসর গত একটি বৎসর।
বাকি মাত্র আছে বাছা পরমায়ু তোর'।।
শুনিয়া বালক বলে শুন ধাত্রী মাই।
বিশ্বেশ্বর দরশনে তবে আমি যাই।।
মার্কণ্ডের পরমায়ু বারবর্ষ ছিল।
শঙ্কর-কৃপাতে আয়ু সপ্তকল্প হ'ল।।
তার পিতা তাহারে দিলেন বনবাস।
হরি হরি বলিয়া কাটিল কর্মফাঁস।।
প্রস্তাব রয়েছে তার মার্কণ্ডপুরাণে।
হরি বলে মার্কণ্ড কাঁদিল বনে বনে।।
মার্কণ্ড নারদ সঙ্গে গেলেন কৈলাসে।
হেনকালে শমন তাহারে নিতে আসে।।
চর্মরশি ক'সে তার গলে বেঁধে দিল।
শিবলিঙ্গ বাম হাতে জড়া'য়ে ধরিল।।
শিব এসে মহারোষে ভক্ত কোলে নিল।
যম বক্ষপরে তীক্ষ্ণ শূল নিক্ষেপিল।।
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা শিশু নিল কোলে।
মাতৃকোলে মার্কণ্ড শ্রীহরি হরি বলে।।
সদয় হইয়া দিল দিগম্বর বর।
বলে 'এর পরমায়ু সপ্ত মন্বন্তর'।।
শিব যদি বর দিল যম ফিরে গেল।
সপ্তকল্প পরমায়ু মার্কণ্ড পাইল।।
তব সম দয়ানিধি ভবে কেবা আছে?
হরিবলে যাই চলে শঙ্করের কাছে।।
শঙ্কর দয়াল আর দয়ালু শ্রীহরি!
শ্রীহরি বলিয়া মাগো করিব শ্রীহরি।।
স্বচক্ষেতে বিশ্বনাথ দরশন করি।
শমন দমন করি বলে হরি হরি'।।
মাতাপিতা ধাত্রীকে বসা'য়ে এক ঠাঁই।
বলে 'মা বিদায় দেহ কাশীধামে যাই'।।
আধ্যাত্মিক ভাবেতে সকলে বুঝাইল।
রাজপুত্র কাশীধামে গমন করিল।।
একবর্ষ কাশীধামে করে হরিনাম।
কিবা দিবা বিভাবরী না করি বিরাম।।
যে দিনেতে কুমারের আসন্ন সময়।
আনন্দ কাননে বসি হরিগুণ গায়।।
এসে পরে বিশ্বেশ্বরে করে দরশন।
বহু স্তবে তোষে ভবে করিয়া রোদন।।
সিদ্ধ-ঋষি তথা বসি বিশ্বেশ্বর দ্বারে।
রাজপুত্র গিয়া তথা তাঁর পদ ধরে।।
পরমহংস, অবতংস উলঙ্গ সন্ন্যাসী।
'দীর্ঘজীবী তুই হ'বি, বর দিল হাসি।।
রাজপুত্র বলে 'প্রভু পরমায়ু নাই'।
সহস্রায়ুঃ তোর আয়ু' বলিল গোঁসাই।।